মেহেরপুরে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির করোনা নেগেটিভ

মেহেরপুরে গত ২৪ ঘন্টায় কোন করোনা আক্রান্ত রোগী সনাক্ত হয়নি। এ পর্যন্ত মেহেরপুর জেলা করোনা মুক্ত বলে জানান মেহেরপুর সিভিল সার্জন।

গতকাল শুক্রবার করোনা সন্দেহে নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৩ জন সহ মোট ২৭২ জনের। গতকাল ফলাফল এসেছে ১ জনের আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির তারও করোনা নেগেটিভ।

এর আগে রিপোর্ট এসেছিল ১০৬ জনের মোট মেহেরপুর জেলায় ১০৭ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

পর্যন্ত হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে ৩০৫ জন, প্রাতিষ্ঠানিকে ১৭ জন। আইসোলেশনে একমাত্র রোগীটি করোনা মুক্ত।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

ফেসবুকে পোস্ট দেখে ব্যার্থ অভিযান ইউএনও’র

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা বাজারে খোলা বাজারে বিক্রয় হচ্ছে সরকারি চাউল। এমন একটি তথ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোষ্ট করা হয়। পোস্টটি শেখ মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন নামের একটি আইডি থেকে পাওয়া যায়।

এই পোস্টে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান ধানখোলা বাজারের ব্যবসায়ী আতিয়ার রহমানের ছেলে আল আমীনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করেন।

ঐ ব্যবসায়ী দাবি করেন তার প্রতিষ্ঠানের চাউল সরকারি নয়। ব্যাসায়ীর দাবি বামন্দী বাজারের রেজাউলের নিকট থেকে তিনি চাউল ক্রয় করেছেন। বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা বামন্দীর ঐ ব্যাবসায়ীর সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করেন। তাতে তিনি জানতে পারেন এগুলো সরকারি চাউল নয়। তারপরও অধিকতর নিশ্চয়তার জন্য গাংনী খাদ্য পরিদর্শক মতিয়ার রহমানকে অভিযানস্থলে তলব করেন। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন যে এটা সরকারি চাউল নয়।

পরে উপজেলা প্রশাসন ফিরে আসেন।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, আসলে এখনকার পরিস্থিতিতে ফেসবুকে চাউলের অনিয়মের ঘটনা পোস্ট হওয়ায় সরকারের ভাবমুর্তি নষ্ট হয়। যে কারণে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

পরে প্রমানিত হয় যে আসলে ফেসবুকে যে পোষ্ট করেছে সে না জেনে ভুল তথ্যের উপর পোস্ট করেছে।

তিনি আরও বলেন, পোস্ট কারিকে ঐ স্থানে ডাকা হয়েছিল কিন্তু সে ঢাকায় আছে বলে জানান।

কুষ্টিয়া চাল নিয়ে চালবাজি, গোডাউন সিলগালা

কুষ্টিয়া শহরের চৌড়হাস সিকুর অটো গ্যারেজে রাখা ৮০ বস্তা চাউল নিয়ে নানা গুঞ্জন। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রশাসন ওই গ্যারেজে অভিযান চালায়। পরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার এসে গোডাউন সিলগালা করে।

জানা যায়, সিকু একজন অটো গ্যারেজ মালিক। তার সাথে স্থানীয় এক কাউন্সিলের ভালো সম্পর্ক রয়েছে। গতকাল গভীর রাতে দুই অটো যোগে এই চাউল সিকুর অটো গ্যারেজের পাশের গোডাউনে রাখে। এই দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। তারা প্রশাসনকে জানায়।

স্থানীয়দের দাবি, এই চাল ত্রাণের। গভীর রাতে বস্তা পরিবর্তন করা হয়েছে।

এদিকে সিকুর সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত ১৬ এপ্রিল বিকেলে এই চাউল মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স (দোস্তপাড়া, জগতি, কুষ্টিয়া) থেকে ক্রয় করে সজল ষ্টোর। আমি সেই চাউল আমার গোডাউনে রেখে দিয়েছি। ৮০ বস্তা চাউল ৮৮ হাজার টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে। এটা কোন সরকারি চাউল না। এই চাউল সজল ষ্টোরে না রেখে আপনার এখানে রাখার কারণ কি? জানতে চাইলে তিনি বলেন, তার ওখানে রাখার জায়গা নেই বলে এখানে রাখা।

এদিকে মেসার্স শিমুল ট্রেডার্স এর প্রোপাইটর সেলিম উদ্দিনের সাথে কথা বললে তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার সকালে এই চাউল কেনে সিকু।
এদিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার জুবায়ের হোসেন চৌধুরী সাথে কথা বললে তিনি বলেন, আমরা আপাতত এই চাউলের গোডাউন সিলগালা করলাম। পরে তদন্ত করা হবে।

এদিকে এলাকাবাসী আরো জানান, চৌড়হাস এলাকায় ত্রাণ নিয়ে নয়ছয় হয়েছে। অনেকেই চাউল পায়নি। এই এলাকার কাউন্সিলর ক্ষমতাধর ব্যক্তি। আমরা তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা সমস্যা আছে। তাদের দাবি এবিষয়ে সুষ্ঠু তদন্তের।

মেহেরপুরে সেনাবাহিনীর কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় করোনা ভাইরাসে কর্মহীন অসহায় ব্যক্তিদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী বগুড়া ৪০ ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্টের কমান্ডার লে. কর্নেল ফকরউদ্দিন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী

বিতরণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর জেলায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধন করেন।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা মো: ওসমান গনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে এর আগে ক্যাপটেন নাসির উদ্দিন উপস্থিত থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

ক্যাপ্টেন আরমানের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া ও মেহেরপুর পৌর এলাকার অসহায় দিনমজুরদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেন। সেনাবাহিনীর অন্যান্য সদস্যরা এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

অসহায় মানুষের পাশে দৈনিক আমার সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক হাশেম রেজা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা ও জীবন নগর উপজেলায় করোনা মহামারীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অসহায় ওগরীব মানুষের মধ্যে নয় হাজার অসচ্ছল পরিবারের মাঝে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দৈনিক আমার সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক মো: হাশেম রেজা।

দিন রাত পরিশ্রম করে করোনার ঝুঁকি উপেক্ষা করে পায়ে হেটে প্রতিটা পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল, ডাল, আলু, পেয়াজ, সাবান ও মাস্ক প্রদান করেন।

এই আপদ কালীন সময়ে সহযোগিতা অব্যহত রেখেছে উপরন্ত ০১৭১১-১৩৫৫১৭ মোবাইল নং দিয়ে আসছে কারন এই আপদ কালীন সময়ে যেকোন মুহূর্তে যে কোন সময় ফোন করলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন।

দেশনেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুসারে ২২শে মার্চ হতে করোনা যুদ্ধে করব জয়, বাসার বাইরে আর নয় এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গণসচেতনতা মুলক প্রচারাভিযান অব্যহত

রেখেছে।

দেশের এ সংকটময় সময়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করতে গরীব ও অসহায় মানুষের সেবায় আত্ম নিয়োগ করে যাঁরা আক্রান্ত হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দেশের সর্বস্তরের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এই নেতা।

যদিও তিনি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী তবুও বর্তমানে সব কিছু ভুলে করোনার বিপক্ষে মানুষের সহযোগিতায় আত্ম নিয়োগ করেছেন। নিজে নিরাপদ থাকি এবং দেশের মানুষের প্রাণ রক্ষায় সহযোগিতা করি।

চুয়াডাঙ্গার হাট-বাজারে মানুষের ভীড় বন্ধ হয়নি

জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলাবাসিকে ঘরে থাকার অনুরোধ জানানো হলেও তা পুরোপুরি মানা হচ্ছে না।

হাট-বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় থাকছে। মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনার অজুহাতে ঘরের বাইরে আসছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত কাচাবাজার ও মাছ মাংস কেনার বাজার গুলোতে মানুষের ভীড় দেখা গেছে। গ্রাম এলাকা গুলোতে বিকেলের দিকে মানুষ বাইরে আসছে বেশি। মানুষকে ঘরে ফেরানোর জন্য পুলিশকে রীতিমত অভিযান চালাতে দেখা গেছে।

জেলা প্রশাসনও প্রতিদিনই সরকারি নির্দেশ অমান্য করে বাইরে আসায় অনেককে জরিমানা করছে। মানুষের চলাচল কমানোর জন্য শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় স্থানীয়ভাবে রাস্তায় বাঁশ বেঁধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে।

অনেক গ্রামে ঢুকতে হলে সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে।

খাবারের সন্ধানে বাড়ির উঠোনে হুনুমান

খাবারের সন্ধানে শহরের লোকালয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি হুনুমান। চুয়াডাঙ্গা শহরের মাস্টারপাড়ার কারো বাড়ির ছাদে, কারো গাছে এমনকি কারো বাড়ির উঠোনে বসে থাকতে দেখা গেছে হুনুমানটিকে।

গতকাল শুক্রবার সকালে হুনুমানটিকে শহরের মাস্টারপাড়ায় ঘুরতে দেখা যায়। এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে লাফিয়ে হুনুমানটি একটি কাঠালগাছে এসে বসে থাকে। তারপর গাছ থেকে নেমে বাড়ির উঠোনে কিছুক্ষণ বসে আবার পাশের একটি আতাগাছে উঠে বসে থাকে। কিছুক্ষণ পর হুনুমানটি পাশের একটি বাড়ির ছাদের ওপর থেকে অন্য দিকে চলে যায়।

মাস্টারপাড়ার গৃহিনী লাইলা নাজনীন জানান, মনে হচ্ছে খাবারের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে হুনুমানটি। এরকম আরো কয়েকটি হুনুমান মাঝেমধ্যে ঘুরতে আসে। কেউ কেউ পাউরুটি, কলা খেতে দিলে খেয়ে চলে যায়। হুনুমানরা কারো ক্ষতি করে না। বাড়ির উঠোনে হুনুমানটি এসেছিল। করোনাভাইরাসের কারণে বাজারে হোটেল ও দোকানপাট বন্ধ থাকায় বোধহয় এই এলাকায় চলে এসেছে। ভয়ে খাবার দেওয়াও গেল না। তার আগেই চলে গেছে।

অনেকে বলেন, খাবারের সন্ধানে এভাবে প্রায়ই হুনুমান চলে আসে লোকালয়ে। ঝুকি নিয়ে তারা মানুষের বাড়ির ছাদে, গাছের ডালে ঘুরে বেড়ায়। হুনুমানরা কারো ওপর আক্রমণ করে না।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো: গোলাম মোস্তফা বলেন, চুয়াডাঙ্গাতে সাধারণত হুনুমান দেখা যায় না। মূলত খাবারের সন্ধানে তারা মঝে মধ্যে আসে।

কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নি¤œ আয়ের মানুষের মাঝে ২য় পর্যায়ে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের সাদ্দাম বাজার মোড়ে ইবি ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসুচীতে যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারন মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন।
সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া, শসা ও বাধাকপি। কয়েক শত মানুষ এসব সবজি পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানায়।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শেখ মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়। সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা দ্বিতীয় বারের মতো বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি।

মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা উল্লেখ করে লালন আরও বলেন, কর্মহীন হয়ে পড়া এসব দিনমজুর অসহায় মানুষদের মাঝে চাল ডাল তেল সামগ্রী বিতরণ করলেও আমরা কুষ্টিয়াতে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি ফ্রী সবজী দেওয়ার।

এরআগে গেলো সোমবার শহরের বিভিন্ন স্পটে ৮০ মন সবজি বিতরণ করা হয়। এতে করে খেটে খাওয়া মানুষের কিছুটা হলেও উপকারে আসছে। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এর আগে ইবি ছাত্রলীগের নেতা লালন ও আরাফাতের নেতৃত্বে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাত ধোয়ার সাবান

সচেতনতা মূলোক প্রচার পত্র এবং বিভিন্ন দোকানিদের মাঝে হ্যান্ড গ্লাভস বিতরণ করেন।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ স্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় বিএটিবির অফিস খোলা: চলছে তামাক ক্রয়-বিক্রয়

সারা পৃথিবী যখন ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে সেখানে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে অফিস খোলা রাখাসহ তামাক ক্রয় বিক্রয় করছে কুষ্টিয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি)।

কুষ্টিয়ায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটিবি)’ জগতি চেচুয়া লীফ রিজিওন অফিসে খোলা থাকায় অনেক মানুষের সমাগম হচ্ছে।

একটি বিশ্বস্তসুত্রে জানা গেছে, শিল্পমন্ত্রনালয় থেকে একটা অনুমোদন নিয়েছে কেবল অফিস খোলা রাখা ও সহায়তা করার জন্য। অথচ এ সুযোগ কে কাজে লাগিয়ে তারা (বিএটিবি) রীতিমতো তামাক ক্রয় করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

শিল্প মন্ত্রনালয়ের উপসচিব মোখলেছুর রহমান আকন্দ স্বাক্ষরিত গত ৩ এপ্রিল এর অনুমোদন দেয়।

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকার দেশের সব সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে।

কিন্তু তা উপেক্ষা করে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিএটিবি টোব্যাকোর কর্মকর্তারাসহ সেখানকার কর্মীদের নিয়ে রীতিমতো জনসমাগম সৃষ্টি করেন। ফলে করোনা ভাইরাস বিস্তারের শঙ্কা দেখা দিলেও সেদিকে কোন তোয়াক্কা করছেন কতৃপক্ষ।

সাফের নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক বলেন, বিএটিবি

টোব্যাকো সরকারি আদেশ-নির্দেশ না মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা অবৈধ তামাক পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনও করছে।

তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানান তিনি।

মেহেরপুরে খাদ্য সহায়তা পাচ্ছে না অধিকাংশ পরিবার

মেহেরপুরে কর্মহীন হয়ে পড়া অনেকেই পায়নি ত্রাণ সহযোগীতা। জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের কাছে ঘুরে ঘুরেও কোন লাভ হয়নি বলে অভিযোগ করেছে অনেকে। এমন কি সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে মুঠোফোনে কল করেও মেলেনি খাদ্য সহায়তা। তালিকাতেও রয়েছে স্বজনপ্রীতি। সেই সাথে কিছু পরিবার একাধিকবার পাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে ।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দরিদ্র অসহায় কর্মহীন জনগনের চাল ও নগদ অর্থ বিতরণের লক্ষে মেহেরপুর জেলায় ৯৪১ মেট্রিক টন চাল, ২৭লাখ ৭৫ হাজার নগদ অর্থ এবং শিশু খাদ্যের জন্য নগদ ৫লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

এর মধ্যে গতকাল ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত ৩০ হাজর ৩৯৭ পরিবারের মধ্যে ৪১৬ মেট্রিক টন চাল, ১২ হাজার ৮শ পরিবারের মাঝে ১৪ লাখ ৭৫ হাজার ৫শ টাকা বিতরণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত শিশু খাদ্যের অনুকুলে কোন টাকা বিতরণ করা হয়নি।

এদিকে সরকারি খাদ্য সহায়তা হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ, স্থানীয় সংসদ সদস্যর খাদ্য সহায়তা, জেলা পরিষদের খাদ্য সহায়তা, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করায় অনেক পরিবার এ সুবিধা না পেলেও কিছু পরিবার রয়েছে যারা একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে এ সহায়তা পেয়েছেন। ফলে ত্রাণ বিতরণে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া, কুতুবপুর, শোলমারী, শুভরাজপুর, তেরঘরিয়া আশ্রয়ন, বুড়িপোতা, নবিনগর খাল পাড়া, যাদবপুর, রাজাপুর, রাধাকান্তপুর, বন্দর, বামনপাড়া, সুবিদপুর, সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে সঠিকভাবে পৌছাইনি ত্রাণ সুবিধা। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম সরকারি ত্রাণ সামগ্রী এসেছে বলে জানিয়েছে জনপ্রতিনিধিরা।

সেই সাথে মেহেরপুর পৌর এলাকাতেও ত্রাণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সজনপ্রীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে কর্মহীন অনেক মানুষ। আবার অনেকেই বলছে ভোটার আইডি নিয়েছে অনেক আগেই কিন্তু কোন খোঁজ নেই।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সারা বংলাদেশে চলছে অঘোষিত লক ডাউন। এরই ধারাবাহিকতায় মেহেরপুরেও গত ২৪ মার্চ চলছে লক ডাউন। সেই সাথে সবাইকে ঘরে থাকার জন্য বলা হয়েছে। ঘরে থাকা নিশ্চিত করতে ও সামাজিক দুরুত্ব বজায় রাখতে ইতিমধ্যে মাঠ নেমেছে সেনাবাহিনী।

এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেকেই। নিম্ন ও মধ্য বিত্তদের দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। সরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে এই সব কর্মহীন মানুষদের খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হলেও খাদ্য না পেয়ে হতাশায় পড়েছে অনেকে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামের শুকুর আলী, লালন, রেশিয়া, সিদ্দীক, বাহাদুর, হাফেজ জানান, আজ প্রায় ২১ দিন হতে চললো কোন কাজ নাই। যে গুলো বাড়তি ছিল তাও শেষ। এখনো পর্যন্ত কোন ধরণের সরকারি সুবিধা পাইনি।

কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের ইউপি সদস্য ঘেন্টু জানান, আমাদের গ্রামে এ পর্যন্ত আমার হাতে ২৫টি ত্রাণের বস্তা এসেছে। কিন্তু চাহিদা অনেক আছে এই সিমিত ত্রাণ সামগ্রী দিয়ে কিভাবে চাহিদা মেটাবো।

নিশ্চিন্তপুরের প্রায় ৫০টি পরিবার তাকিয়ে আছে সরকারি সহযোগীতার দিকে। এ নিয়ে আগেও সংবাদ প্রকাশ হয় কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। আজও তাদের মাঝে পৌছানি ত্রাণ সামগ্রী। এই গ্রামের সাহারুল নামের একজন জানান আমি ত্রাণেন জন্য উপজেলা পর্যায়ে এক কর্মকর্তার সাথে মোবাইলে কথা বলেছিলাম উনি বলেছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করতে।

তেরঘরিয়া আশ্রয়ন কেন্দ্রে প্রায় শতাধীক পরিবারের বাস। এদের মধ্যে

কেউ কেউ কৃষি কাজ করে আবার কেউ ছোট খাট ব্যবসা করে। এখানে এখনো পর্যন্ত পৌছাইনি কোন ত্রাণ সুবিধা। সেই সাথে করোনা সচেতনতায় প্রশাসনের এখানে তেমন কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি।
শোলমারী গ্রামে প্রায় হাজার পাঁচেক ভোটার। বেশির ভাগই মানুষ কৃষি কাজের সাথে জড়িত। এই কৃষি ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে বিপর্যয়। এতে কর্মহীন হয়ে পড়েছে অনেকেই।

বুড়িপোতা গ্রামের ফয়েজ আলী, আদু মিয়া, আশুরা খাতুন, বুলু খাতুন, তোফাজ্জেল ইসলাম, ফুলজান খাতুন, বাবলুু, জাবলু, খোদেজান, ছোটবুড়ি খাতুন, চমপা খাতুন, হাওয়া খাতুন, সাত্তার আলী, হোসেন আলী জানান, মেহেরপুর লক ডাউন হওয়ার পর থেকেই কর্মহীন । নতুন করে আয় রোজগারের কোন উৎস নেই। অথচ ত্রাণের তালিকাতে তাদের কোন নাম নেই।

সদর উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ইউপি সদস্য ওয়াসিম জানান, সরকারি ত্রাণ সুবিধা থেকে আমাদের গ্রামের অনেকেই এখনো বঞ্চিত। গ্রামের চায়ের দোকানদার থেকে শুরু করে অনেক কর্মহীন মানুষ এখনো পর্যন্ত পাইনি ত্রাণ সুবিধা। এদের মধ্যে আছে কাউছার আলী, জুল্লু, মশিউর, আশরাফ, আরিফুল ইসলাম হুড়ু, আব্দুর রহমান, সুজন টন্টের ঘাট, পাচ রাস্তার মোড়ের মিজার, উত্তর পাড়ার খোকন, মজিদ, আফসার আলী, হামিদুল ইসলাম ভুবন, ইদু মিয়া, দুখু মিয়া, দুবির, সাইরুল, হাফিজুল, বারাকপুরের খোকন জানান, আমাদের সংসার চলে চায়ের কাপে। করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে দোকানপাট বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এমন অবস্থায় ইনকাম না থাকায় পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছি। এখনো পর্যন্ত কোন ত্রাণ সুবিধা আমরা পাইনি।

সদর উপজেলার বন্দর গ্রামের রিক্সা চালক হাশেম আলী, কালু, জামাল শেখ, শুকুর আলী, কলা ব্যবসায়ী মনি, স্বামী হারা টুনা খাতুন, নজরুল ইসলাম, আরতী খাতুন। বামনপাড়ার রিভামদ্দি, কুদরত, দোকান কর্মচারি শাহাবুদ্দিন, কলিমদ্দিন, আবু তাহের, সেলুন দোকানি এরশাদ জানান, আমাদের দিন কাটছে অনাহারে কখনো অর্ধাহারে। আমরা কোন সরকারি বা বেসরকারি কোনভাবেই ত্রাণ সুবিধা পাইনি। এভাবে চলতে থাকলে না খেয়ে থাকতে হবে।

মেহেরপুর শহরের নতুন পাড়ার বাসিন্দা সুফিয়ান বলেন, ৪ নং ওয়ার্ডের নতুনপাড়া ও মাঠপাড়াতে ৬শ পরিবার এদের মধ্যে ৫শ পরিবার দারিদ্র সীমার নিচে। এর মধ্যে ত্রাণ পেয়েছে মাত্র ১৫-২০টি পরিবার।

এছাড়াও নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক মেহেরপুর শহরের বেশ কয়েকজন রিক্সা চালক জানান, আমাদের সমিতি ভোটার আইডি নিয়েছে অনেক আগেই। অনেক চালক ইতিমধ্যে ত্রাণ সুবিধা পেয়েছে কিন্তু আমরা পাইনি। বাধ্য হয়ে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হলেও পুলিশের ভয়ে ফিরে আসতে হচ্ছে।

এদিকে গত ১২ এপ্রিল ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ এ “মেহেরপুরে ২৩ হাজার পরিবার পেয়েছে ত্রাণ সামগ্রী” শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর সেখানে সাধারণ মানুষের রয়েছে ভিন্ন মতামত। এদের মধ্যে রাফসান সানি নামের একজন লিখেছেন, পেয়েছে কম বেশি কিন্তু স্বজনপ্রীতি হয়েছে। প্রকৃত দরিদ্রদের তালিকা সঠিকভাবে করা উচিত ছিল।

এইচ এম সাহেব নামে আইডি থেকে লিখেছেন, অফিসিয়ালি দেওয়া হয়েছে কিন্তু ন্যাচারালি একটু ভিন্ন ছিলো। ইএস ইমন নামের আইডি থেকে লিখেছে, শুনেন স্যার ২৩ হাজার ত্রাণ আপনার খাতায় থাকতে পারে মানুষের বাড়িতে না। খোজ নিন আপনার ২৩ হাজার ত্রাণ কোথাই গেলো মানুষের ঘরে না চোরের ঘরে।

রুহুল আমিন রুহুল লিখেছেন, চাউল বিতরণের নামে দলবাজি চলছে। সৌদি প্রবাসী আইডি থেকে লিখেছেন কোথায় কোথায় গেলো বুঝলাম না। চাঁদবিল গ্রামের হাবিবুল্লাহ লিখেছেন, আমাদের আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল গ্রামে এসে দেখে জান কতজন ত্রাণ পেয়েছে, আমার জানামতে যে কয়জন পেয়েছে তারা পাওয়ার উপযোগী নই। নেতারা তাদের লোকজন নিয়ে ব্যস্ত। গ্রামের গরিব অসহায় লোকজন পেলো কিনা সেটা তাদের দেখার বিষয় নয়।

রফিকুল ইসলাম পথিক লিখেছেন, আওয়ামীলীগ দেখে তালিকা হয়েছে, ভিন্ন মতের মানুষ পাইনি বললেই চলে।

আরিফুর রহমান লিখেছেন, ২৩ হাজার আইডি কার্ড নিয়ে সরকারি ত্রাণ বৈধ করা হয়েছে। আরে ভাই কাগজ কলম ঠিক তো সব ঠিক।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাসুদুল আলম মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, যে পরিমান বরাদ্ধ এসেছে তাতে আমরা সকল নিম্ম আয়ের মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন বেশ কিছুদিন ধরে মেহেরপুর সদরসহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খাদ্য সামগ্রী বিরতণ করা হচ্ছে।

আজকেও যারা টাইলস মিস্ত্রি আছেন তাদের ১৫ কেজি করে চাল বিতরণ করা হচ্ছে। গ্রামের অনেকেরই অভিযোগ প্রকৃত মানুষের কাছে ত্রাণ যাচ্ছে না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের

তালিকাতে এমন হতে পারে। এছাড়াও যারা পাইনি তারা পর্যায়ক্রমে পাবে।